শুক্রবার,৩ জানুয়ারি ২০১৪

প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকের উত্তর,

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

সাধারণ নির্বাচনের পর তিনি যে আর দায়িত্ব নেবেননা তা জানাতেই আস সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বিদায়বেলায় একজন যে সৎ ও বলিষ্ট বক্তব্য রাখবেন এমনটা আশা করাই যায়। বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার এক ঐতিহাসিক সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সুযোগ হাতছাড়া করলেন তিনি।

সামপ্রতিক বিধানসভার ভোটে পর্যুদস্ত হয়েছে কংগ্রেস। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনেও তাদের বিপর্যস্ত হওয়ার সমভাবনা। মনমোহন সিং এর নেতৃত্বে ইউপিএ সরকারের ব্যর্থতাই এরজন্য দায়ী। দুর্নীতি, বেকারিত্ব, মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারা, এসবের জন্য নিজেদের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। এই তিনটি কারণেই নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি হয়েছে। এই বাস্তবকে জয়ের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী শুধু চাইলেন ইতিহাস তাঁর কাজের মূল্যায়ন করুক। সাংবাদিক বৈঠকে বারবারই তিনি শুধু বললেন " সময় বলবে "। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য সঠিক নয়। কারণ গণতন্ত্রে কাজের বিচারে ভোটাররাই কথা বলে। ইউপিএ ১ সরকারের দুর্নীতি তিনি ধামাচাপা দিতে চাইলেন এই বলে যে ২০০৯ এ ভোটাররাই তাদের নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু ২০১৩ এ তাঁদের কাজের বিচারে ভোটারদের রায় মানতে রাজি হলেননা তিনি।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর তিক্ততা, বিরোধীদের সঙ্গে তিক্ততা. অসহিষ্ণুতা নরেন্দ্র মোদী সমপর্কেও। একজন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য রুচিশীল ও সংযত হবে, তাঁর চেয়ারের মর্যাদা নিহিত সেখানেই। কিন্তু ডঃ মনমোহন সিং আজ তাতেও ব্যর্থ হলেন। ২০০২ এর দাঙ্গার পর থেকে নরেন্দ্র মোদীকে যেধরনের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে কোনও ভারতীয় রাজনীতিককে এমন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়নি। প্রাথমিক ভাবে তদন্ত কমিশন গঠন করলেও পরবর্তীতে তাঁকে সমর্থনই জানিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। তিনবার তাঁকে জয়ী করেছে ভোটাররা। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে তিনিই যে এগিয়ে তারও প্রমাণ মিলছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তাঁর সমপর্কে বলতে গিয়ে বিপর্যয়, গণহত্যা এইসব শব্দগুলি ব্যাবহার করেছেন। একজন ব্যক্তি, বহু তদন্তের পরও যার বিরুদ্ধে কোনও তথ্যপ্রমাণ মেলেনি। তাঁর সমপর্কে এই শব্দগুলি প্রয়োগ করে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারকেই হেয় করলেন মনমোহন সিং। যে প্রধানমন্ত্রীর সময়কালে ১৯৮৪ র পয়লা নভেম্বর দেশজুড়ে শিখ দাঙ্গা তাঁর সমপর্কেও কি এই ধরণের শব্দ উচ্চারণ করবেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।

এটা একজন ব্যর্থ নেতার সাংবাদিক সম্মেলন। যিনি শাসনের ইচ্ছে হারিয়েছেন। সততার ব্যপারে যাঁর আগ্রহ খুবই কম। দুর্নীতি ইস্যুতেও যাঁর দৃষ্টিভঙ্গী খুবই সংকীর্ন।তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে একটা শব্দও তিনি বলেননি। গত কয়েকবছর ধরে মহিলাদের উপর নির্যাতনের যে

ঘটনাগুলি ঘটেছে তানিয়েও কোনও উদ্বেগ নজরে আসেনি।অর্থনীতি পুনরুজীবনের প্রসঙ্গও খুবই দায়সারা। কোলগেট, টুজির মত দুর্নীতি ইস্যুকেও অত্যন্ত ছোট করে দেখিয়েছেন তিনি।

আনুষ্ঠানিকভাবে ডাকা হয়েছিল এই সাংবাদিক বৈঠক। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা প্রহসনে পরিণত হল।